

# শীতের অতিথি

কল্লোল হামিদ কমল

শীতের প্রতিটি দিন বাংলাদেশের আকাশ থাকে পাখিতে পরিপূর্ণ। প্রতিটি দিনই দেশান্তরী পাখিরা আসতেই থাকে। পাখিরা দেশান্তরী হবেই না কেন? হীমশীতল বাতাসের ছোঁয়া লাগে যখন সবুজ পাইনের বনে, পাতারা ঝরে ঝরে পরে, সাদা বরফ এসে ঢেকে দেয় গাছগুলোকে, কোথায় যাবে তখন এরা? খাবেই বা কি? ঘুমোবে কোথায়? তাইতো নিজের বাসা ফেলে, দেশ ফেলে, একটু খাবার আর আশ্রয়ের জন্য হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে চল আসে বাংলাদেশে। নতুবা অন্যকোন সবুজের দেশে। সাধারণতঃ ওরা আসে এশিয়া, ইউরোপ ও তিব্বত থেকে। ওদের একদেশ থেকে অন্যদেশে যাওয়াটা এক বিরাট রহস্য, কিভাবে তারা এত দূরের পথ সঠিকভাবে পাড়ি দেয় তা ভেবে সত্যিই অবাক হতে হয়। যারা পাখিদের নিয়ে গবেষণা করেন তারাও এর কোন বিজ্ঞানসম্মত সমাধান খুঁজে পাননি। আসল ব্যাপারটি তাই এখনো অজানা রয়ে গেছে। তবে কারো কারো ধারণা ওরা রাতের আকাশে তারা দেখে পথ খুঁজে নেয়।

আমাদের দেশে শীতকালে কিংবা শীতের কাছাকাছি শরৎ-হেমন্তেই এসব দেশান্তরী অতিথি পাখিদের আগমনধ্বনি শোনা যায়। ঢাকা শহরের বহু জায়গায় এদের দেখা যায়, বিডিআর ক্যাম্পের লেকে, চিড়িয়াখানার লেকে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকে এরা বেশ নির্ভয় থাকে। বাংলাদেশের

সব বিল-হাওড় হয়ে উঠে-অতিথিখানা। এসব দেশান্তরী অতিথিদের মাঝে নানান জাতের হাঁস ছাড়াও থাকে রং-বেরং-এর পাখি বক আর চিল। হাঁস আর বকেরা খালে-বিলে ঘুরে ঘুরে খাবারের খোঁজ করে। আর পাখিরা গাছে গাছে ফুল-ফল বীচি খেয়ে অথবা দূরের কোন বিল থেকে বা সরষে বা ধান খেয়ে সন্ধ্যাবেলায় আস্থানায় ফিরে আসে। নানান রঙের



পাখিদের মাঝে আছে ছোট্ট গোলগাল সবুজ নরম তুলতুলে পালকে ঢাকা কালো কালো চোখ, ছোট্ট লালচে ঠোঁটের এক স্কুদে মেহমান। আছে কালো চকচকে ছোট্ট ফিঙের দল, আরো আছে লালচে বুক রবিন, থ্রাম, হাঙ্কা বাদামী ও সবুজ ডোরাকাটা এক ধরনের পাখি শরৎ হেমন্ত শীত কেটে যায় আনন্দে। কলগানে চারদিক ভরে ওঠে। সুন্দরের জয়গানে যেন ধূলির ধরায় বেহেশতের ছোঁয়া লাগে। এসব দেশান্তরী পাখিরা সবাই অতিথি শীতের অতিথি পাখি। আমাদের দেশের পাখিরা দেশান্তরী এসব পাখিদের খুবই ভালবাসে। সবাই মিলেমিশে থাকে আর আনন্দ-কলগানে দিকদিগন্তে মাতিয়ে তোলে। কাঁঠাল গাছে লাফিয়ে বেড়ায় সবুজ বুক আর কালো মখমলের মত পাখাওয়ালা টুনটুনির মত ছোট্ট একজন নিমগাছে ঝুলতে থাকে ঝাঁক ঝাঁক টিয়া, সাথে চড়ুই আর শালিক, কর্পূর গাছে ঝুলঝুলিরা বসে দোল খায়। চাঁদের রেলিঙে বসে দোয়েল শোনায় মধুর গান। ফিঙে এসে বসে টিভি এন্টেনায়, লম্বা লেজ শ্যামা কৃষ্ণচূড়ার পাতার ফাঁকে লেজ ঝুলিয়ে বসে থাকে। হঠাৎ উড়ে যায় হলুদে

পাখি কুটুম আইছে বইতে দাও” বলতে বলতে। এদের সাথে ইউক্যালিপটাস গাছে বসে ফুলের মধু খায় রবিনের দল। গ্রামগুলোতে কিচির মিচির জুড়ে দেয়। সবার মনেই আনন্দ। এদের সাথে উড়ে বেড়ায় চিলেরা। কেউ কালো, কেউ লালচে, কারো গলায় সাদা ঝালর। কেউ দেশী, কেউ বিদেশী, কেউ শঙ্খ, কেউ ভূবন। ছোট সবুজ পাখিগুলো কালো পাখিগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে আকাশের বুকে উড়ে বেড়ায়। শীতের বিকেলের আকাশ ভরে যায় এদের কলকাকলিতে। এই দেশের পাখিরা দেশান্তরী পাখি বন্ধুদের পেয়ে শুধু আনন্দিত হয় না, অতিথিদের এরা থাকার জায়গা করে দেয়, খাবার ভাগ করে খায়, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে। ফিঙেরা খুবই অতিথিপরায়ণ। একটি গাছে ফিঙে থাকতো শরৎ শেষে যখন নতুন পাখিরা আসতে শুরু করল তখন সে গাছটি ভরে গেল, সন্ধে হলে ফিঙেরা নতুনদের পাহারা দিয়ে নিয়ে আসে। তারপর সবাই মিলে পাতার আড়ালে ঘুমিয়ে পড়ে।

কল্লোল হামিদ কমল, ঢাকা